রূপায়তন

বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৪১
দাম একটাকা

প্রিণ্টার
শ্রীবিজয় নারায়ণ দাস পাল
জ্ঞান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

কবি-নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—কে

—দিলাম

সূচী

মদনের প্রেম

প্রথমপ্রণয়ভীরু আমি তব উন্মত্ত মদন ;
তোমার যৌবন-দ্বারে অতর্কিতে হানি করাঘাত,
আমার আকাশে জ্বলে অবিচ্ছিন্ন চাঁদিনী-প্রপাত ;
মদিরমধুরতম বুকে ওঠে ঈপ্সিত স্পন্দন।
তব তনু-সিন্ধুতীরে কৈশোরের উঞ্ছ স্বপ্ন-কথা
বিক্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে গর্জ্জমান, অমিয় মধুর ;
তোমারেবেসেছিভালো, অতিন্দ্রীয় সর্ব্ব সার্থকতা
উদ্গার জীবনে মোর, স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত লাবণ্যা বধূর
বসন্তের মুখ-পদ্ম প্রস্ফুটিত, শিহর বক্ষের ;
নূপুর ঝঙ্কার শুনি অপূর্ব্ব অশ্রুত কল-ধ্বনি,
তোমার দেহের বৃক্ষে বিজড়িত প্রেমের বন্ধনী ;
প্রচুর মিলন প্রার্থী সঙ্গ-লুব্ধ আমি আনন্দের।
কৃষ্ণাঙ্গী অন্তর-পাখী তোমা লাগি উদ্দাম চঞ্চল;
লজ্জালুনমিতনেত্রা আঁখি তোলো সুস্নিগ্ধ শীতল।

আমার প্রথম প্রেম

মনের আকাশে মোর অজস্র নক্ষত্র মাঝে তুমি শুভ্র চাঁদ—
জ্যোতির্ম্ময়ী স্নিগ্ধস্ফীতি বঙ্কিমান, অপূর্ব্ব বিস্ময় ;
আঁখির মুকুরে আজ মূর্ত্তিমূর্ত্ত আবিষ্কার, প্রথম প্রণয় ;
আমার প্রেমের মাঝে নবজন্ম করি লাভ সমুদ্র-উন্মাদ
সম তুমি আনন্দ-তরঙ্গাঘাতে মন্থর-ব্যাকুল,
তব হৃদি-তন্ত্রী হ'তে সঙ্গীত উৎক্ষিপ্ত হয় অস্থৈর্য্য সুন্দর,
অশ্রুত মূর্চ্ছনা যার লীলায়িত
প্রেমক্লান্ত হৃদয়ের অসহ্য শিহর।
আনন্দের চঞ্চলতা চোখে তব প্রসবিলো
শ্রাবণের ঝঞ্ঝা ও সঙ্কুল,
আমারপ্রথমপ্রেম প্রত্যাশিত স্পর্শ-সুধা ওগো কুরঙ্গিনী
লজ্জা-সিক্ত আরক্তিম প্রসন্নবদনাসখি
তুমি মোর যৌবন-সঙ্গিনী ;
অস্ফুট সঙ্গীত-শব্দে আমি হেরি তব চতুর্দ্দিকে স্ফুট
হর্ষের পর্ব্বত,
নয়নে বিস্ফার স্বপ্ন, ছন্দময় অকথিত আমার জীবন,
আকাশে তারার মেলা রূপোজ্জ্বল,
অভিনব এলো শুভক্ষণ ;

প্রজাপতি পাখা মেলে, কাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী,
এসো সঞ্জীবিয়া মোরে তোমার অমৃত স্পর্শে
অন্তর-উর্ব্বশী।
কোন কথা কহিবনা দুর্লভ মূহূর্ত্তে আমি স্পন্দহীন
একটি মৃতের মতো রবো মৃতবৎ–
তোমার মুখের পানে চেয়ে,
ওগো পৃথিবীর নতনেত্রা প্রেম-সঞ্চারিণী মেয়ে।

হে মোর সোণার মেয়ে

তোমার সোণালী মুখে সেদিন করিয়াছিনু একটী চুম্বন,
মন-পারাবত মোর আনন্দে মেলিয়াছিল রূপালিয়া ডানা,
লজ্জালুনমিতদৃষ্টি অস্তগামী সূর্য্য সম কুঙ্কুম চন্দন,
কোমল ওষ্ঠের প্রান্ত মন্থর মদির ছন্দে দোলে হাস্নহানা।
নিবিড় আগ্রহ ভরে বলেছিনু ভালবাসি বল্লরী-বন্ধনে,
হে মোর সোণার মেয়ে লজ্জার সমুদ্রে তুমি স্তূপীকৃত ফেণা,
একমাত্র পরিচিতা তুমি মোর আর কেহ তোমা জানিবেনা,
মাটির পৃথিবী' পরি শ্রেষ্ঠ আবিস্কার মোর তুমি চন্দ্রাননে।
তব চারু পদতলে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা শিহরিছে শ্বসি'
শ্যামলিমা নভস্থলে আকুলিয়া উঠিতেছে রূপদীপ্ত চাঁদ,
তব রূপ-সিন্ধুতীরে আমি এক হতভাগ্য হয়েছি উন্মাদ,
গাঢ় অমাবস্যা রাত্রি, পলায়িতা ভীরু পদে গর্ব্বিত উষসী।
একমাত্র সত্য শুধু তোমার আমার প্রেম আর কিছু নয়,
আঁখির আকাশে সখি তোমা সাথে হয়েছিল মোর পরিচয়।

আমন্ত্রণী

উদ্বেল যৌবনাবর্ত্তে কুরঙ্গ-চঞ্চল তুমি,
তাই মোরে করেছ আহ্বান,
আমার আগম লাগি অমাবস্যা আকাশের
বিস্ফুরিত আলোর সুষমা,
মন্থর বায়ুর বক্ষে তোমার কম্পিতকণ্ঠ
লীলাচ্ছলে যেন গর্জ্জমান,
প্রকৃতির রূপ-সিন্ধু উৎসারিত নগ্নকান্তি—
মোরলাগি ওগো প্রিয়তমা।
তোমার ভবনে এনু অনুচ্ছিষ্ট এ-দেহের
যৌবন-জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহরে,
অনাবিল আনন্দের উন্মাদনা স্ফীত মোর
তেজঃমত্ত নদীর মতন,
কোন আকাঙ্ক্ষার গ্লানি ক্লেদাক্ত ক'রেন মন
কামহীন মূর্চ্ছিত নয়ন,
তোমার মধুর ছায়া অতি সন্তর্পণে আজি
শিহরিত নিভৃত অন্তরে।
ঘুমন্ত পাখীর মতো স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণ-জীবী—
সুকোমল মাংসের পর্দ্দায়,
শিরায় শোণিত-স্রাব নিঃশব্দ-সঞ্চারী-প্লুত :
একটী দুর্ব্বল সরীসৃপ,
তোমার মদির আত্মা আমারে বাসিয়া ভালো
মৃত্যুহীন জ্বালালো প্রদীপ,
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এতদিন সে-কথার
প্রতিধ্বনি মজ্জায় মজ্জায়।
একটী নারীর প্রেম চেয়েছিনু প্রত্যহের
প্রত্যাশিত দীপ্ত প্রতীক্ষায়,
সে-আশা সার্থক মোর যেদিন করিয়াছিলে
আমন্ত্রণ তোমার শয্যায়।

রাতের বাদুড়

সাগরের পাখী উড়ে চলে গেছে অসীম আকাশ পানে—
পাখা মেলে গেছে আর ঈগলের দল,
আমি নীচে বসি' হেরিনু সচঞ্চল,
মনের সাগরে ব্যথা-বুদ্বুদ উতলা মায়ার টানে !
দিবসের আলো, সূর্য্যের আলো নৈশ-অন্ধকারে
ফুকারিয়া ওঠে বেদনায় নিঃশ্বসি'
অমা-শর্ব্বরী নিদ্রিত ক্রন্দসী ;
নীচের পৃথিবী নিদ্রাবিহীন বিরহের ফুৎকারে ।
সহসা শুনিনু সাগরের বুকে ঘূর্ণি আর্ত্তনাদ,
তড়িৎ-ছন্দে উছলে ঢেউ ও ফেণা,
আমি জেনেছিনু তুমি আর আসিবেনা,
পায়ের নূপুর বাজিবেনা আর পেয়েছিনু সংবাদ ।
সাগরের ঝড়, বিদ্যুৎ-ঝলা তোমরা দেখেছ কেউ ?
যৌবনে মোর লেগেছে সাগর দোলা ;
সুদূর নিবাসী—হে চির আত্মভোলা,
তুমিতো জাননি সাগরের জ্বালা শুধুই গুণেছ ঢেউ ।
আকাশে জমেছে কালো মেঘগুলো আল্‌কাতারার্ মত,
আমার বুকেও গাঢ় হ'য়ে জমে তাই ;
অন্তর জুড়ে ভাবি তুমি কাছে নাই,
পৃথিবীর বুকে আর মোর বুকে একটী গভীর ক্ষত ।

রাতের বাদুড় চিৎকারি' মরে মাটির বিছানাতলে,
বুকে তার শুধু ক্রন্দন উছলায় ;
আমিও কাঁদিনু এ-কালের ঘূর্ণায়,
আমার আকাশে শিহরি' গুমরি' ব্যথার তারকা জ্বলে।

পৃথিবীর পথে

ঘূর্ণ্যমান কালচক্রে লভিয়াছি প্রেয়সীরে মোর,
যাহারে হারায়েছিনু ধূলি-ম্লান পৃথিবীর পথে ;
যেদিন সে চ'লে যায় অভিমান বেদনা-বিভোর,
সেদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে নীলাকাশ মোর যাত্রারথে।
আঁখি দিয়ে ফেণা হ'য়ে ঝ'রেছিল অশ্রুর তুফান
উত্তাল তরঙ্গ তুলি' আজি নাই গাঢ় অমানিশি ;
নির্ম্মল অতন্দ্ররাত, তারাপুঞ্জ গীত-স্পন্দমান
নীরব উচ্ছ্বাসে ভরি' বিক্ষিপ্ত আলোকে দশদিশি
করিয়াছে দীপ্তমঞ্জু ; ফিরে পেনু প্রিয়ারে আবার,
জিজ্ঞাসা করিনি কিছুঃ কেন তুমি গিয়েছিলে চলে ?
কেনবা ফিরিয়া এলে ? স্পষ্ট করি তনুর ঝঙ্কার।
শুধুমাত্র পূর্ণদৃষ্টি দু'জনার গিয়েছিল গ'লে
নিঃশব্দ প্রেমের রসে ; তাহারে টানিয়াছিনু বুকে,
নিঃশ্বাসে পেয়েছি ঘ্রাণ দেহ-গন্ধ স্ফুরিত মুকুল,
একটি চুম্বনশব্দে গাঢ় প্রেম উৎসর্গিয়া মুখে
আনন্দে মাতিয়াছিনু, মুখে গুচ্ছ পড়েছিল চুল।

মাটির মেয়ে

চুম্বন-রঞ্জিত নয় শুভ্র তব স্ফীতওষ্ঠাধর—
মসৃণ পেলব,
প্রেম-ক্লান্ত হৃদয়ের কী-অধীর দুরন্ত শিহর,
দুর্দ্দৈব প্রসব।
রুখু-রুখু চুলগুলি উড়িতেছে সায়াহ্ন বাতাসে,
বুকে জাগে তৃষা,
আঁখিরঅলক্ষ্যেঘণি' আসেউড়েনীলাভআকাশে
গাঢ় কৃষ্ণ নিশা।

প্রেমের জোয়ার গর্জ্জি' উছলায় তব হৃদি-তীরে,
দিলে ভালবাসা,
অমৃত-চোয়ান-হাত প্রসারিলে অতি ধীরেধীরে,
স্ফুরিত পিপাসা।
চোখে ইসারার ঢেউ, উচ্ছল উদ্দাম দুর্নিবার
নির্ঝরিণী সম,—
অব্যক্ত ব্যথার চাপে তোমার নয়নে অশ্রুভার
মত্ত তুরঙ্গম।

মন্থরকম্পিতওষ্ঠ, আঁখি-পাতা ভাবে যায় বুঁজে,
রেখা কাঁপে ভ্রূর,
বর্দ্ধিষ্ণু বসন্ত ঝড় মদোন্মত্ত বাসা পেল খুঁজে
বিরহ-বিধুর।
আমারেবেসেছভালো, তাইতব সীমাক্রান্তক্ষতি,
প্রচুর বেদনা,
মোর রূপ-মুগ্ধা তুমি, অবসন্ন ওগো অশ্রুমতি
নিরবগুণ্ঠণা।

নিবিড় প্রচ্ছায় ঢাকা আকাশের মেঘের সম্ভারে
নীল-নভ-তল,
সমুদ্র গর্জ্জনোচ্ছ্বাস রহি' রহি' অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে
বাহিরে কেবল।
ঘূর্ণি বাত্যা-আর্ত্তরব কানে বাজে বজ্র সুগম্ভীর,
আমার আত্মায়,
অদৃশ্যনিবাসীস্রষ্টা শান্ত ক'রো প্রেম-প্রত্যাশীর
লিপ্সা ও আশায়।

পুষ্পিত ঠোঁটের পাতে ফুটিয়াছে বাসীবস্তুকুঁড়ি
মদ-গন্ধময়,
প্রেম-সিক্ত সৌরভের গন্ধাতুর কী-রহস্য জুড়ি'
আমার হৃদয়।
যৌবন-বীণার তারে আঘাতিয়া চম্পক অঙ্গুলি
সদা-স্পন্দমান,
মৃত্যুর বেদনা সম অনুচ্চার কেঁদনা আকুলি'
দেহ নৈশ-ম্লান।

কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা মাঝে শুনি মদির মধুর
মিনতি-বিদ্যুৎ,
কামান-বিস্ফার-ধ্বনি লীলায়িত হৃদয়ে বঁধুর,
আমি অবিভূত।
নয়নে অশ্রুর ফেণা উদ্বেলিত অশান্ত উদ্বেগ,
প্রেমার্ত্ত বিলাস,
কৃষ্ণাভ মাটির মেয়ে, লুপ্ত হোক্ প্রচণ্ড আবেগ,
তব দীর্ঘশ্বাস।

সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেছি

সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেছি, যেদিন তোমার বুকে মর্ম্মরি' আঘাত
অনাদরে ঘৃণাভরে পশ্চাতে ফিরিয়াছিনু, সেদিনের কথা ;
তোমার চোখের কোণে সেদিন নাচিয়াছিল প্রেমের সজ্ঘাত,
নিশ্বসিত অজগর তব নাসারন্ধ্র মাঝে করি' বদান্যতা
সপ্তর্ষিমণ্ডলনভে ব্যাকুলিয়া উঠেছিল মৃত্যু-বিমলিন,
শীতাক্রান্ত বায়ুস্তর ভীড় ক'রে এসেছিল জীবনে আমার,
মনের সমুদ্রে ঢেউ ওঠে নাই উদ্বেলিয়া প্রচণ্ড ব্যথার ;
নিঃসঙ্গ জীবন-বর্ম্মে অসংকোচে ডানা মেলে ছিনু উদাসীন।
বুকের গুহায় মোর তোমার অঙ্গের স্পর্শে ঘৃণার উদ্রেক,
ক্রোধার্ত্ত সাপের বিষ সঞ্চারিত মোর বক্ষে উদ্বেল ধ্বনিয়া,
লক্ষ রণ-তূর্য্যধ্বনি আমার স্পর্দ্ধার ছন্দে চঞ্চল স্পন্দিয়া,
ঘৃণায় ফিরায়ে মুখ নির্ব্বাক ছিলাম আমি তুমি ছিলে ভেক।
সমস্ত অন্যায় মোর আজি তুমি স্মিতহাস্যে ক'রো মোরে ক্ষমা,
আকাশ চাঁদিমা স্রোতে ভেসে যাক্ বিশ্বপ্লাবি' বন্দি' মনোরমা।

মানসী-প্রতিমা

তোমার দেহের কিনারে-কিনারে নাচে শিহরিয়া সুধা,
আমার বুকের ঢেউ উছলায় গভীর মদির ক্ষুধা।
সোনালী মাটির পৃথিবীর'পরে ঝরে জ্যোৎস্নার মধু,
লজ্জায় নুয়ে মোর কাছে এসো অবগুণ্ঠনা বধূ।
লাবণ্যময়ী প্রিয়া,
মোর হৃদি আজ ও-তনু-গন্ধে উঠেছে উচ্ছ্বসিয়া,
পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপিছে, আকাশে প্রকম্পন,
দু'জনার বুকে চকিত-শিহর ফেনিল রোমন্থন। ?
মনের কোনায় কোথা যেন ফোটে বেদনার শতদল,
আমি হতবাক্ মূঢ় পক্ষরবা সৌরভে বিহ্বল।
নয়নে জেগেছে নভের স্বপন নীলিমার মেদুরতা,
ওগো তুমি আজ অধরে ফোটাও চপল প্রেমের কথা।

একটী রূপালী পাখী,
ফুকারিয়া ওঠে গাছের শাখায় প্রেম-মদ-রস মাখি।
সবুজ নয়নে কোথা ইঙ্গিত মমতামধুরতম,
মোর বুকে নড়ে বেদনার পাখা মানসী-প্রতিমা মম।
আকাশে ঘনাল মেঘ,
আমার হৃদয়ে ব্যথার কাকলী বিদ্যুৎ-উদ্বেগ।
মোদের আকাশ সীমন্তশোভী সুন্দর-সিন্দূরে,
মৌচাক-ভাঙ্গা মৌমাছি আমি কাঁদি প্রেম-অঙ্কুরে।
নর ও নারীর চেয়েছিনু প্রেম, উলঙ্গ নভ আর,
নয়নে যমুনা জলকল্লোল, বুকে ব্যথা ফুৎকার।

নার্শিসাসের গ্লানি,
আমার হৃদয়ে চল-চঞ্চল, প্রেয়সীর সন্ধ্যানী।
তব তনু-তীরে রক্ত সাগর করে কল-গর্জ্জন,
আবেশে মাতিয়া উঠেছে আমার উদ্বেল যৌবন।
মেঘ-বিহঙ্গ আকাশের মাঝে ছেয়েছে কাজলপাখা,
সুদূরনিবাসী প্রেয়সী আমার নয়নে মমতা মাখা।
হাতের পিয়ানু শুনি আর আমি অনুরাগে নিঃস্রাব,
মিলন-সন্ধ্যা আসিবেনা আর সুগভীর সম্ভাব ?
পিয়াসা ছলৎছল,
আমার হৃদয় বিধুর-নিথর, কল্পনা সম্বল।
আকাশে ফুটেছে জ্যোৎস্না ও চাঁদ শুভ্র আলিম্পন,
মেঘের আড়ালে উকি-ঝুকি দেয় চাঁদিমা-প্রস্রবন।
শুভমিলনের ফুলশয্যার অমিয় মধুর গীতি :
আজো মনে পড়ে একদা তোমার একটী স্বপন স্মৃতি,
ভাবের জোয়ারে নয়নে আমার যে-কথা উদ্ভাসিত,
শুনিবেনা তুমি ? ওগো হৃদয়ের প্রচুর প্রত্যাশিত।
শুধু-কী ধরায় এনু ?
আমার বেদনা পিপাসা ও ক্ষুধা এখানে রাখিয়া গেনু।

কেন বাতায়নে বসি'
তোমার আলুল কুন্তল হ'তে সুষমা পড়িছে খসি'।
তব তনু-তটে লক্ষ নারীর বসন্ত উচ্ছল,
শীতল জ্যোৎস্না তব তনু'পরি একটী নীলোৎপল।
আর্টেমিসের মতন তোমার রূপালী তনু ও হাসি,
ওগো নিরূপমা একবার এসো, ঐরূপ ভালবাসি।

ক'রেছি কী অন্যায় ?
নয়নে সাগর আকুলিয়া ওঠে বেদনার বন্যায় ।
মোরে ভালবেসে চোখে চোখ রেখে করিও প্রগল্‌ভতা,
তোমার পরশে দূরে যাবে মোর ব্যাকুল নির্জ্জনতা ;
জীবনের মাঝে লুটায়ে পড়িবে আনন্দ-পূর্ণিমা,
বল্লরী-ভূজ সুখ-বন্ধনে আমি হবো অরুনিমা ।

মোর প্রেমে হিমালয়,
বিন্ধ্যা যেখানে পাবে নাকো ঠাঁই, জানিনু সুনিশ্চয়,
অভিমানীনির অভিসারে কেন অভাব গরজি' ওঠে,
সাহারার মাঝে সৌরভ ল'য়ে কভুকী কুসুম ফোটে ?
মোর হৃদি-নভে বনের পাখী ও গাঙ্‌ শালিকের দল
ভীড় করে নাই ঘুঘুঁর বাজায়ে নয়নে ফটিকজল,
আকাশের চোখে দীপ নিভে গিয়ে ঝরিল নির্ঝরিণী,
বাবলার ডালে বুলবুলি বলেঃ হে প্রেম–সঞ্চারিণী—
আমার অধর পরে,
তোমার ঠোঁটের একটি চুমায় যেন স্নেহ সন্তরে ।
আমার নয়নে সদা জাগ্রত তব রূপ-মোহ ছবি,
মনের খেয়ালে সেইটুকু লভি' ক্ষণ-সুখ অনুভবি ।
অর্‌ফিয়াসের মত,
মোর হৃদয়ের বাঁশী ডাকে তারে যে-প্রিয়া অন্তগত ।

হে প্রিয়া বিদায় আজি

হে প্রিয়া বিদায় আজি, নিঃশব্দ-সঞ্চার-পদে মোর অভিসার,
আমার চলার পথে তোমার সুন্দর মুখ কেন বারম্বার
উদ্ভসি' উঠিছে মনে সন্তর্পণে অন্তর দর্পণে ?
সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও সর্ব্ব স্মৃতি একদা গোপনে
তোমার আমার সাথে যে-প্রেম জন্মিয়াছিল হৈমন্ত-সন্ধ্যায়—
আমার চুম্বন চিহ্নে যে-মুখ কলঙ্ক-ক্লান্ত যৌবন-শয্যায়,
তাহারে মুছিয়া ফেলো অন্তর্দাহ দিয়া অভিশাপ,
মোরে ভাবি ঘৃণার অতুচ্চশীর্ষে বিসর্পিল উগ্র এক সাপ।

উদ্বেল যৌবন তব আমার লাগিয়া হবে আঁধার-মলিন,
আত্মার আনন্দ-স্পৃহা হেলায় নিহত হবে বীতস্পৃহহীন,
সে-কথা যদিও জানি অর্দ্ধাঙ্গিনী নেপথ্য-নায়িকা,
আমার বিদায় তবু নির্ব্বাক-মন্থর-ছন্দে, আমি অগ্নিশিকা।
পিছনে পড়িয়া রবে ক্লান্ত-কীর্ত্তি অর্থহীন ধূসর আকাশ,
অনাবৃত বেদনার মৌন-মগ্ন অনাবিল ক্ষুদ্র অভিলাষ ;
তুমি কাঁদিয়োনা তবু, যদিবা ঝরিয়া যায় চাঁদের আলোক,—
যদিবা ঝরিয়া যায় বাত্যা-স্পর্শে পাখীর পালোক,
বক্ষে তব আত্মগ্লানি আনি'
—ওগো রাজেন্দ্রাণী।

সকলি চলিয়া যাবে সর্পিল স্বপ্নের সম অলখ্যে স্খলিয়া
নিবন্ত সূর্য্যের মতো ফেণ-গন্ধি জ্ব'লে জ্ব'লে আঁধারে স্পন্দিয়া,

পিছু ফেলি লবণাক্ত পরিপক্ক স্মৃতির কঙ্কর—
তীব্র ভয়ঙ্কর।
সে-কথা পড়িছে মনে যেদিন আসিয়াছিলে জীবনে আমার,
সর্ব্বস্ব উজাড়ি' তব আমার চরণ প্রান্তে সবুজ আত্মার
প্রথম প্রেমের মোহে, আরক্তিম চারুশীলা যৌবন-বন্দিতা,
ভুলি নাই দীপ্ত স্মৃতি, সঙ্গ-লিপ্সু প্রজ্ঞাপারমিতা,
সেদিনের প্রতি কথা নিবিড় সুরভি আত্মীয়তা,
ভুলে যাও মন্দ্র-মন্দ চারু চঞ্চলতা,
কন্দর্প বিক্রম-স্পৃক্ অতীত রচনা,
ভুলিবেনা ? হে প্রিয়া বলনা।

করিয়োনা ক্ষোভ,
একটি হৃদয় লাগি সীমাক্রান্ত উচ্চারিত কেন এত লোভ ?
আমারে ভুলিতে যদি নাহি পারো সঙ্গ-প্রার্থী কভু কোনদিন,
যৌবন-বকুল-গন্ধ উত্তেজিত করে তব মনে সীমাহীন,
ভেবো সেই রাত—
যে-রাতে হেরিয়াছিনু আমার হাতের'পরে তবপুষ্প হাত
প্রচুর প্রেমের স্বপ্নে আচ্ছন্ন নীরব,
সেই রাতে ক'রো অনুভব।

———

একটি কথা

যুগে-যুগে আমি তোমার আশায়
কেঁদেছি গভীর তম।
চোখের অকাশে স্বপন ভাসায়
তব স্মৃতি অনুপম।
তোমার নয়নে ঝলকি'উজল
বিদায় বেলার বাণী,
আমি মিলনের জ্যোৎস্না-শীতল
সুখ-পারিজাত আনি :
শিশিরের মতো ঘাসের উপরে
মাটির বিছানা'পরি,
মোর হাতে সখি তব হাত স'রে
অলসে পড়ুক ঝরি।

মৃতের মতন মুদিয়া নয়ন
স্মরি তব ফুল দেহ,
হরষ-সাগরে আমি নিমগন
একটি চপল স্নেহ।
রজনী-গন্ধ্যা অমিয়ার লাগি
আমার হাঁসি ও রাত,
আধারের বুকে ফুকারি' অভাগি
জীবনে ব্যথার বাত।

বাণীর প্রেরণা তোমার অধরে
উঠুক সুরভি ভরি'
মোর হাতে সখি তব হাত স'রে
অলসে পড়ুক ঝরি।

আমি কাঁদিবনা, কথা কহিবনা
বোবার মতটি রব,
তোমার আননে চাবোকী বলনা,
নীরবে বেদনা সব ?
দিবসের ব্যথা সাঁঝের বাতাসে
উছলি' উঠিছে আজ,
সে-বারতা তুমি রেখেছ হুতাসে
ক্ষণ অপসারি কাজ ?
বেণী বাঁধিয়োনা নীল সাড়ী'পরে
রূপের জ্যোৎস্না ক্ষরি'
মোর হাতে সখি তব হাত স'রে
অলসে পড়ুক ঝরি।

তোমার দু'চোখে আকাশের আলো
পড়ে শিহরিয়া গলি'
আমার হৃদয়ে বাসনা জ্বালালো
প্রেম-নদী ছলছলি।
তুমি:প্রিয়া মোর মধু-প্রবাহিনি
জীবনের সাহারায়,

উষার লালিমা যৌবনে জিণি'
কুলু নাদে উছলায়।
আঁধার ঘনালে তব দেহ ধ'রে
আসিও আলোক করি'
মোর হাতে সখি তব হাত স'রে
অলসে পড়ুক ঝরি।

একেকটি দিন যায়

একেকটি দিন যায় জীবনের আয়ু আসে ক'মে,
তবুও ভুলিনি তোমা বিন্দুমাত্র অয়ি প্রিয়তমে।
যৌবন স্বপ্ন ছবি চোখে আঁকা অপূর্ব্ব রেখায়,
রুচির বৈচিত্র্য কারু ম্লান যত দিবসের মত,
পর্য্যাপ্ত ফেণায় প্রেম গাঢ় হ'য়ে বিস্ফারিত তত;
তোমারেবেসেছিভালো এ-আমার একান্তগৌরব,
তব প্রেম মোর বুকে আঁখি মেলে হ'য়েছে সৌরভ;
আয়ুর প্রদীপ যতো নিভে আসে লইনু বিদায়
মৃত্যুর গহ্বরে ততো। ঠেলে এলো চোখে অশ্রুজল
প্লাবণ কল্লোলে মাতি' বুক যেন ঘন স্পন্দমান,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে ওঠে আসন্ন বিচ্ছেদ মায়াগান;
সেকথা ভুলেও কিগো জেনেছিলে যৌবন-প্রেয়সী?
সহস্র শর্ব্বরী রাণী, তুমি তারা এসেছিলে খসি'
নয়ন-আকাশে মোর, বিদ্যুৎ-উদ্দাম বুকে চল।

যে-পাখী হারালো গতি

যে-পাখী হারালো গতি, যে-নদী হারালো বেগ,
আমার মর্ম্মের প্রেম তারে দিনু—
গন্তব্যের উৎসাহ আবেগ।
রাতের তামসী মাঝে আমি তারা আনন্দ-উজ্জ্বল,
আলোর সুষমা-স্রোতে আঁধারের সুতীব্র গরল
নিঃশেষিত বিশ্ব-পাত্রে, হে প্রেয়সী, ছন্দহীন কেন তব
জীবনের গতি ?

নয়নে সূর্য্যের দীপ্তি, অঙ্গে তব জ্যোৎস্নার গরিমা
কোথা গেল—অমৃত নিঃসৃত ভাষা, মঞ্জুল তনিমা;
কার করে আত্ম-সমর্পিয়া তুমি অমাবস্যা-ম্লান,
ধ্বংসের সমুদ্রে তব কেন মৌন-স্নান ?
তোমার চলার মাঝে কোথা গেল দৃপ্ত অহঙ্কার—
সহস্র ফুলের গন্ধে দেহের ফুৎকার ?

আজি কেন নেমে এলো চোখে তব ব্যথার আরতি,
জীবনের আবিস্কৃত ক্ষুব্ধ পূর্ণচ্ছেদ।
দেহ-যন্ত্রণার মৌন অবশিষ্ট ক্লেদ ?

যে-পাখী হারালো গতি

যে-পাখী হারালো গতি, যে-নদী হারালো বেগ,
সস্নেহে মুছায়ু তার হৃদয়ের ব্যথার উদ্বেগ।
জীবন-সঙ্গিনী প্রিয়া, কেন আনো আঁখি-পাতে উচ্ছ্বস্ফীত
অশ্রু-আবর্জ্জনা—
বুকে তব মৃত্যুর বেদনা ?

ছন্দহীন জীবনের আমি তব উদ্দীপ্ত উৎসাহী নিত্য
মক্ষীর গুঞ্জন সম প্রেরণা-স্পন্দন,
—অহর্নিশ সর্ব্বক্ষণ।

ভুলে যাও শোক,
নয়নে জাগাও পুনঃ মৃত্যুহীন সাহস্রিক
সূর্য্যের আলোক।
মলিন দেহের পাত্রে গর্জ্জিয়া উঠুক মধু সমুদ্র-উল্লাস,
সৌরভ সিঞ্চিত হোক্ বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
আর অন্তর্হিত হোক্ তব বেদনার অমা,
—ওগো প্রিয়তমা।

—

ওগো লীলাময়ী

তোমার লাগিয়া প্রিয়া দেহ-বীণা গুঞ্জরিছে
স্ফীতচ্ছন্দে মনোল্লাসে মৌন অন্ধকারে,
মদির সামীপ্য মোর চাহিবেনা এত ঘৃণা?
নিঃসীম আকাশ কাঁদে শ্রাবণ-ঝঙ্কারে।
দুঃসহ ভূকম্প ওঠে স্থিরীকৃত পৃথ্বী-বক্ষে
চঞ্চলিয়া শ্লথশীর্ণ সমুদ্রের জল,
আমার কিশোরী প্রাণ নিশ্বসিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তে
জটিল তরঙ্গায়িত উচ্ছল প্রবল।
পাশবিক দণ্ড আর অবরুদ্ধ যন্ত্রনার
কারাগৃহে শ্বসিতেছে মানুষ-খেচর,
ব্যথার গ্লানিমা খড়্গে শতচ্ছিন্ন নর-পক্ষ,
বিস্মৃত আছিল যার স্মৃতি অগোচর।
প্রসন্ন পূর্ণিমা নাই, বেদনার সর্প-বিষে
অমাবস্যা নভ-দৈত্য নির্জ্জীব এখন,
কীট-ক্লীব আমার যৌবন-স্পৃহা অপমানে
নিষ্পেষিত পদ-পিষ্ট জন্তুর মতন।
আমারে করেছ ঘৃণা, অধরের ব্যঙ্গ-দীপ
প্রজ্জ্বলিয়া দম্ভদৃপ্ত স্পর্দ্ধার নিশ্বাসে,
সূর্য্যের বিক্রমছন্দে গর্জ্জমান দেহ-বর্ম্মে
সর্ব্ব শিরা-উপশিরা তব অনুচ্ছ্বাসে।
এত যদি ঘৃণা তব কেন তবে দিয়াছিলে
প্রেম আর স্নেহ-ফল্গু ওগো লীলাময়ী?
তোমার দেহের মাঝে আজি বুঝি শিথিলতা
ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে বরেন্দ্র-বিজয়ী।
তব চারু নভস্থলে কোথা গেল ভীরু চাঁদ
লজ্জালুকণ্ঠিতদৃষ্টি মোহগ্রস্ত আঁখি,
সেখানে নামিয়া এলো আজি হেরি অহঙ্কার
ঘৃণাস্ফীতি, অমাবস্যা কৃষ্ণাঙ্গী জোনাকী।

আমার সেতার

আল্‌তা-রাঙা নরম গালে
হাত বুলাব ছন্দে,
নাচ্‌ছে শিখী গজল-গানে
তোমার বুকের গন্ধে।
আমার প্রেমের সৌর নভে
জাগ্‌ছ তুমি মহোৎসবে
সূর্য্য নাচে মোর ইসারায়
শোণিত-শিরার বর্ম্মে,
তুমি নাচো—নাচ্‌বো আমি
এই জীবনের মর্ত্তে।

সাপ দেখেছ? আমার প্রেমে—
চম্‌কে ওঠে ফণী,
আকাশ কালো,—কলঙ্কী চাঁদ,
সাপের মাথার মণি।
তুষার আমি শাম্‌লা ক্ষেতে
আমায় ডাকো আঁচল পেতে
ভালবাসা কাল দিয়ো সই
আজ্‌কে পিয়ো সুরা,-
প্রেম-মদিরায় ভাসো তুমি,
পিয়ো চুমার গুঁড়া।

রূপায়তন

তোমার চোখে তড়িৎ কাঁপে
কাঁপ্‌ছে বনস্পতি,
সুর উঠেছে আকাশ ব্যাপি'
ফুট্‌ছে চাঁদের জ্যোতি।
মোদের মিলন কুঞ্জবনে
বাতাস মাতে গুঞ্জরণে
ক্ষীণবেদনার দোদুল ডানা,
পাগ্‌লা ঝোরার জল,
চোখের আকাশ কাঁপিয়ে তোলে,
তোমার বাজে মল।

জ্যোৎস্নাজোয়ার কাজ্‌লা রাতে
ভীম-পলাসীর তান,
গুমরে ওঠে ফেণার মতো,
শিহর জাগায় প্রাণ।
হাতখানি দাও আমার হাতে
সাগর নাচে চোখের পাতে
কালো কোকিল ডাক্‌ছে গাছে—
মনের সেতার সুরে,
শিশির ভেজায়—সব্‌জী ঘাসে—
অভিন্ন বন্ধুরে।

রূপান্তর

সেদিন তামসী রাতি,
যৌবন-অঙ্গনে মম পদার্পন ক'রেছিলে মোরে লভি' সাথী।
সুনিবিড় আপ্যায়নে মোর কর-স্পর্শ করি' হরিদ্র-নয়নে
সর্ব্বাঙ্গে চাহিয়াছিলে, উদগ্র প্রেমের নেশা উদগারি' স্পন্দনে;
সীমাহীন বিস্ময়ার্ত্ত জেগেছিল চারুচোখে উদ্ভাসি'আমার,
সৃষ্টিররহস্যময়ী তোমারে হেরিনি কভু, নিভৃত আত্মার
সামিপ্য আকর্ষি'ছিলে, রমনীরজণীগন্ধ্যা সৃজি' মাদকতা ;
আমার আঁখির নভে অজস্র নক্ষত্র স্ফুরি' স্বপ্ন মেদুরতা।
একটী মর্ম্মর সম মোরে ক'রেছিলে তুমি বিস্মত বিহ্বল,
কল্পনা-ফানুষ আমি আকাশে উড়ায়েছিনু প্রতি দণ্ডপল।

হে অপরিচিতা প্রিয়া,
তোমার দেহের গন্ধে একটী চুম্বক সম কেন আকর্ষিয়া
আমারে রেখেছ তুমি ঃ খাঁচায় আবদ্ধ পাখী স্বাধীনতা হীন ;
মনের বীণায় তাই অহনিশ বেদনার রাগিণী উড্ডীন।
অন্যের ঘরণী তুমি। তাহারে ত্যজিয়া কেন আজি অকস্মাৎ
ডানায় করিয়া ভর মোরে ভালবেসে মিথ্যা এলে মোর সাথ,
তোমার চোখের কোনে সর্পিল বিদ্যুৎ-রশ্মি প্রচুর প্রকাশ,
কলঙ্ক-পঙ্কিল-স্নাত কেন তুমি কাছে এলে, কিবা অভিলাষ ?
আমার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ, তব চোখে হেরি তাই মদন-মদিরা,
সিংহের গর্জ্জন সম আর্ত্তনাদ করে মোর শিরা-উপশিরা।

শ্রাবণ-শর্ব্বরী ভরি'
অপরাজিতার সম তোমার আলুল চুলে আছিল মর্ম্মরি।
উন্মাদ ভ্রমর আমি পাখা মেলে ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টির শিখায়,
দাবদগ্ধ ক'রেছিনু তব মঞ্জু তনু-জ্যোতিঃ রক্তের শিরায়
উপবাসি আত্মা মোর যেদিন আছিল নিদ্রা-মগ্ন নিশ্চেতন,
যৌবন-মন্দিরে তুমি প্রবেশি' তুলিয়াছিলে ঈপ্সিত স্পন্দন।
লক্ষ নীহারিকা মাঝে তীব্র জ্যোতিষ্মান তুমি রূপ-তলোয়ার ঃ
সেদিন হেরিয়াছিনু তোমার লাবণ্যদীপ্তি পৃথিবী-প্রসার।
আমারে উন্মাদ করি কন্দর্প-মঞ্জীর ছন্দে হৃদি-বাতায়নে
সহসা আসিয়াছিলে কেন তুমি অমূর্চ্ছার অনবগুণ্ঠনে।

মধুপায়ী মধুকর

বাতাস গিয়েছে বহি'
তব নিশ্বাস মদির বাতাস যায়নি এ-বুকে দহি ;
মেঘভার গেছে সরি'
আমার হৃদয়ে ঝরি'——
যাওনি কেবল তুমি,
অধরে কভুনা চুমি'
আঁচল দুলায়ে,আমারে ভুলায়ে আসো নাই কাছে প্রিয়া,
জলে ভর-ভর মোর আঁখি দু'টি, ক্ষুব্ধ আতুর হিয়া।
চঞ্চল সমীরণ,
মাতোয়ারা করে মন,
আনে বেদনার পালি,
দৈন্যের ব্যথা জ্বালি'
পোড়াইয়া মারে মধু-অন্তরে, কাঁদি আমি সারা নিশি,
রাতের ও-বুকে পূর্ণিমা জাগা, প্রসন্নতার দিশি।

আগুন জ্বলিছে ধূধূ,
তোমার দেহের আগুনের তাপ জ্বলেনি হৃদয়ে শুধু।
মধুপায়ী মধুকর
কাঁদিছে নিরন্তর,
বুকে ভরা আবিলতা,
সে কহেনি হেসে কথা,
ঝর-ঝর ঝ'রে শ্রাবণের ধারা নয়নে প্লাবিয়া যায়,
যায়না কেবল তোমার স্নেহের আঁখি-বারি সাহারায়।

রজনী কাটিছে নাকো,
বোঝায়েছি তারে আদরে-সোহাগে কথা কহি' লাখো লাখো।
বড় তার অভিমান,
শোনাবেনা হাসি গান,
তারে এ-কুঞ্জে ডাকি,
মিলাবার লাগি আঁখি ;
রাগে গুঞ্জনে চলে যায় দূরে, কে ফিরাবে তারে আর ?
বাঁশী ভেঙে গেলে সুর তোলা শুধু মিছে করা হাহাকার।

কবিতা ও প্রেয়সী

নিবিড় শর্ব্বরী মাঝে আমার গৃহের বাতায়নে বসি' আর
নিভৃত নিঃসঙ্গ লভি' অমূল্য মুহূর্ত্ত গুলি
প্রথম বালার্ক সম অনুচ্চার রূপায়িত মোর কবিতায় ঃ
তব যৌবনের এক আহূত সম্মান;
সর্পিল উল্কার মতো উদ্দাম লেখনী মোর চলে,
যেখানে মূর্চ্ছিত আমি, বাহিরের অলৌকিক কথা—
আমার কানের কাছে অপ্রকাশ্য ছিল;
খাতার আকাশে আমি অদৃশ্য উড্ডীন এক পাখী,
যে-পাখী প্রিয়ার গানে উদ্বেলিত—
সীমাক্রান্ত নদীর মতন।

কবিতার নভস্থলে নবোন্মেষ চাঁদ আর লক্ষ নীহারিকা
কবির প্রতিভা সম প্রদীপ্ত উজ্জ্বল—
শাণিত খড়্গের মতো তীব্র জ্যোতিষ্মান।

মোর কবিতারে আমি বড় ভালবাসি
প্রিয়ার প্রেমের মতো, কল্পনা ঐশ্বর্য্যপুঞ্জ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যছন্দে
আমার খাতার'পরে স্তূপীকৃত সমুদ্র ফেনার মতো;

ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, শব্দের সমষ্টি দিয়ে অহর্নিশ আমি
শিশুর চোখের মতো রহিনু তোমার...
আমার আঙুলস্ফীত সরীসৃপ সম
এঁকে বেঁকে চলিয়াছে হেরিনু নয়নে ;
আসন্ন সৃষ্টির মোহে অর্থগৃধ্নু আকাঙ্ক্ষা নিস্তেজ অনুভবি
শরীরী-শিরায় মোর প্রেয়সীর মদির সামিপ্য ;
প্রিয়ার রূপালি দেহ লজ্জিত নিষ্প্রভ যেথা।

কবিতা সৃষ্টির অন্তে আমি যবে এসেছিনু নিকটে তোমার
চেয়েছিনু একটি চুম্বন;
হেলায় ফিরায়ে মুখ দাও নাই তীব্র প্রতিবাদ তুমি
করেছিলে পাখার ঝাপটে,
আর ব'লেছিলে তুমি ঃ
আমারেবেসোনাভালো, কবিতার প্রেম-পূজারক,
দন্তদৃপ্ত হিংসার ফেনায়।

মর্ম্মর নির্ব্বাক আমি বাণীহীন ছিলাম মলিন
মোর সৃষ্ট কবিতার আকাশে চাহিয়া।

———

আদিম-নায়িকা

আজিকার এই কুহেলি-জড়িত শ্রাবণের বরিষণে
তোমার মধুর শত আলাপন আজি শিহরায় মনে,
প্রেমের নেশায় কাঁপে বাহুলতা, প্রণয় বিকচ বাণী
আধারের মাঝে রজনীগন্ধা গোপনে ফুটালে রাণী।
তব সুকোমল কুসুম ওষ্ঠ পাখীর ডানার সম
কেঁপে-কেঁপে সুখে উঠেছিল হেসে মনোহর মনোরম।

অপাঙ্গ চোখে ভালবেসে ছিলে প্রথম প্রেমের নেশা,
স্নেহের সুরায় মন-টলমল সুরভি আঙুর পেশা।
কালো নয়নের একটী কিনারে ভীরু তৃতীয়ার চাঁদ
ফুটেছিল সখি মমতা-মধুর মোরে করি' উন্মাদ।
পথ-পরিচিতা, হৃদি-জাগানিয়া আলোকের সহচরী
সে চোখে আছিল বিদ্যুৎ নাচ' মোর নভে শর্ব্বরী।

মন-মন্দিরে তুমি অনামিকা সুশোভন পূজারিণী,
তব হৃদি-তটে কামনা কাঁপিছে মোরে লভি সঙ্গিনী।
সাগরের ঢেউ, সাগরের ক্ষুধা, সাগরের দেহ-জবা,
তোমার পরশে গন্ধ-বিধুর ওগো উচ্চৈঃশ্রবা।
মজনু আমার, লয়লীর চোখে বিশ্বের বিস্ময়,
বুকের কানায় শিহরিছে তব প্রেম-রেবা ফেণময়।
আমার নয়নে চির জাগ্রত শীতল সন্ধ্যা-তারা,
নব-বসন্ত মন-বনতলে নিবিড়-মন্ত্র হারা।

তাজমহলের স্মৃতির সৌধ ঃ বাদশাদী মমতাজ,
শাজাহান কাঁদে স্তম্ভ রচিয়া গৃহ-বাতায়নে আজ।
তোমার কুঞ্জে পাখী মাতোয়ারা ময়ূরের কেকা-নাচ,
মদনের রতি বসন্তময়ী রূপের হীরা ও কাঁচ।

ওগো সাকী মোর পরাণ-পাপিয়া আদিম নায়িকা ইভ,
কালো এলো-চুল আজো মনে পড়ে, আমি কামনার ক্লীব
আজি সন্ধ্যায়, বাতাস মাতায় হৃদি-যমুনার জল,
মধু-পসারিণী মানময়ী মেয়ে তুমি সাহারার ফল।
আমি কৃতদাস, আমি অনুদাস, চরণের মঞ্জীর,
হে মহিমাময়ী শ্রদ্ধা-আনত মোর মৃণ্ময়ী শির।
এখন আকাশ ধোঁয়াটে আঁধারে ঝিমায় নিদ্রাতুর,
চোখের আষাঢ়, না-জানা ভাষার গোঙায় একটী সুর।

আমি মুসাফির একাকী দাঁড়ায়ে জীবনের কিনারায়,
দিবস মৃতালু, ধরা-ধূসরিমা আলোকের মোহনায়।
আমি দেখেছিনু কাজল গলান কালো কোকিলের চোখ,
সেথা মিশেছিল মোর সাধনার একটু স্ফীতাভালোক।
বেণী-ফণীগুলো মৃদু আন্দোলি' আমাকে ডাকিয়াছিল,
দেহের নিবাসী প্রতিশিরা মোর আনন্দে গর্জ্জিল।

আমাদের মাঝে কাঁপে পারাবার ওপারে তোমার ঘর,
এপারে আমার কেঁদে ঢেউগুলি রচিলো দীপান্তর।

হে প্রিয়া আমার

তিমির তমসাচ্ছন্ন তখন গভীর রাত তুমি ছিলে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা
আনন্দ নিদ্রার অঙ্কে, স্খলিত তোমার উত্তরীয়,
সৌন্দর্য্য-উলঙ্গ আঁখি বিকশিত দৈহিক-সবিতা ;
গাঢ় অমাবস্যা রাত্রি মাঝারে জাগর তব কী-অপূর্ব্ব
দেহদীপ্ত চাঁদ,
অন্তরে জাগিয়াছিল সাধ
নিঃসীম নির্দ্দয় স্পৃহা সুকঠোর উঞ্ছবৃত্তি লাগি,
ওগো প্রিয়া দেহরূপী মদির লালসা,
সহস্র বৃশ্চিক জ্বালা শিরায় করিয়াছিনু অনুভব——
কামনা সহসা ;

আলুল আছিল চুল, যৌবনের পুঞ্জীভূত মদন-মদিরা
তোমার দেহের তটে লেগেছিল ঢেউ,
জানিতনা কেউ ;
আমি শুধু জেনেছিনু আর জেনেছিল মোর সর্ব্বগ্রাসী
কামার্ত্ত ইন্দ্রিয়,
বিকৃত আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নে তুমি বন্দনীয়
অস্থৈর্য্য দুর্ব্বার,
হে প্রিয়া আমার

ঈষৎ রক্তাভওষ্ঠ, চুম্বন-পীড়িত করি কাম-প্রস্রবনে
পুষ্পকীট ক্লান্ত সম, অমাবস্যা ম্লান,
সমস্ত অন্তর মোর ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছে কুন্তল-আঘ্রাণে
আত্মঅপচয় গ্লানি যৌবনের গান।
সে-গানের পিছনে ফুটিয়া ওঠে একটা নারীর মুখ
বসন্ত সৌরভস্নাত আশু আবিষ্কৃত,
প্রেমস্ফীত আকর্ষণ বিকশি' ওঠেনি হেথা
তুমি শুধু কাম-নিষ্পেষিত ;

মাটীর নারীর ফুলে, সুন্দরী অপ্সরী দেহ-রূপ-চন্দ্রিমায়
আমি এক নবাগত কন্দর্প-ভাস্কর,
সূর্য্যের বিক্রম স্পৃহা চিত্তলোকে গর্জ্জিয়া উঠিছে মোর
বজ্রের সমান,
উদ্দামসযত্নস্পর্শে আমি পাই মূল্যহীন অপূর্ব্ব আরাম,
তুমি আভরণহীনা, লহ তাই আমার কল্যাণ
অমানুষিক আনন্দের লীলায়িত ঘৃণ্য আচরণ,
বাণীহীন কেন তুমি, বক্ষে তব দিন আর রাত্রি ব্যাপি'
কিসের ক্রন্দন ?
নিবিড়নীরবতার,
হে প্রিয়া আমার।

সন্তানসম্ভবা তুমি সৌন্দর্য্য বিশীর্ণ তব, ম্লান ওষ্ঠাধর,
সূর্য্যদীপ্ত—যৌবনশ্রী অস্তলীন, বক্ষের গহ্বর
বিদ্যুৎ-চিন্তার বিষে অহর্নিশ তব আর্ত্তনাদ,

হে প্রিয়া আমার

অভিনব মাতৃত্বের সুন্দর গৌরবে তুমি হিমাদ্রী-অটল,
অয়ি প্রিয়া অতনুর লহ আশীর্ব্বাদ :
প্রথম সন্তান,
বসন্তের হিল্লোলিত দুর্নিরীক্ষ্য অষ্টাদশ দান ;
ক্ষীণকণ্ঠস্বরে তব শিহরিছে মৃত্যুর উল্লাস,
চোখের আকাশে ওঠে তড়িৎ-প্রকাশ,
জানো নাকি প্রিয়তমে আজি হ'তে পূর্ণ হ'ল
তোমার যৌবনদীপ্ত বাস ও বাসনা
—ইন্দুনিভাননা।

তন্দ্রাচ্ছন্ন তব আঁখি-অমাবস্যা বিচ্ছুরিল শশী,
গাঢ়তম কুজ্ঝটিকা, মলিন-ক্রন্দসী,
হাসির পাথারে প্লাবি' উদ্গারিল রূপ-তিলোত্তমা,
—অয়ি মনোরমা,

অসংবৃত লালসার বেপথু চরণ ঘাতে,
পূর্ণজন্ম তব,
সৃষ্টির পৃথ্বীর 'পরি তুমি আজ নারী হ'লে
শিশু ক্রোড়ে ধাতৃ-স্বরূপিনী তুমি অমূল্য বৈভব
মোহ নির্ব্বিকার,
হে প্রিয়া আমার।

শ্রেষ্ঠঅধিষ্ঠাত্রীতুমি, তোমার মহিমান্বিত কীর্ত্তিগুলি
বিঘোষিত চতুর্দ্দিকে লক্ষ ফণা তুলি'

তবে কেন মৌনমুখ অবলুপ্ত হাসিওষ্ঠে অমা-সহচরী ?
তোমার জীবননাট্যে শ্রেষ্ঠ নাট্য নবজাত শিশুর সুন্দর প্রিয়
তনিমা-বল্লরী ।

শীতল পূর্ণিমা-স্নাত অঙ্গজ্যোতিঃ তরঙ্গিম গোলাপী-আঙুল
সরল শিশুর, শতসূর্য্যবিভা নতনেত্রে জানায় প্রণতি,
তব শিশু পুত্র লাগি, সমুদ্রের অসীমতা
পুষ্ট তার দেহ-স্রোতস্বতী,
কুঙ্কুম-চর্চ্চিত-ওষ্ঠ সুকোমল রেশমের অমাবস্যা-চুল
প্রাণময় তোমার পুতুল ;
বিসর্পী আনন্দে তব ভাগ্যবিমণ্ডিতা হোক্ ওগো প্রিয়া মোর,
আমারে করিয়া শ্রদ্ধা আমি তব প্রেরণা-চকোর ;
যৌবন-বিস্তার,
হে প্রিয়া আমার ।

নির্ব্বাচনী

মোর যৌবনের দ্বারে যে-মেয়ে আসিয়াছিল
লক্ষ কোটিবার—
ব্যাকুল প্রার্থনা করি' আঁকড়িয়া আমার চরণ
আর উচ্চারিয়াছিল অতুগ্র প্রেমের তৃষা নির্ঝর-দুর্ব্বার,
তাহারে ফিরায়ে দেছি অবজ্ঞার গাঢ় অন্ধকারে,
উর্ব্বশী-বিদ্যুৎ-দীপ্তি শিহরিত যার অঙ্গে—
রজনী-গন্ধারে।

আকাশের স্বপ্ন মোহ যাহার চোখের কোণে,
শীতের বাতাস লেগে উঠেছিল ভরি'
যে-চেয়েছে হ'তে মোর প্রধানা-অপ্সরী
আর করিয়াছে মোরে অপূর্ব্ব অনতিদীর্ঘ
একটি প্রণাম,
সুন্দর সন্ধ্যায় তারে বিদায় দিলাম।

যে-মেয়ে দৈহিক-স্বপ্নে লীলাভঙ্গে বিস্ফুরিত
হ'য়েছিল আমার জগতে,
কামনা-গোলাপ-গন্ধে একটি মৃগের মতো
চঞ্চলিয়া উঠেছিল সরীসৃপ-পথে ;
ফাল্গুনের আমন্ত্রণ যাহার সোনালি ওষ্ঠে
স্থাপত্য সৃজিয়াছিল রূপালিয়া চাঁদ,
আমি তার কাছে ছিনু সুপ্রশস্ত খাদ।

যে-মেয়ে আমার চোখে কোকিল-কাকুতি-শব্দে
সুমধুর দিয়েছিল প্রেম,
অর্থগৃধ্নু আকাঙ্ক্ষার হৃদিশক্তি প্রপীড়িত করে নাই
যাহার মনের কেন্দ্র, আমি তারে ভালবাসিলেম ;
যে-চাহেনি বিনিময় আনাহুত অত্যাচার,
যে-সয়েছে বৃশ্চিক-বেদনা,
লক্ষ তিলোত্তমা কাঁদে যাহার চরণ তলে,
উন্নমনা হিমাদ্রীর সম তারে করিনু কামনা ।
ইন্দ্রিয়-ঈপ্সিত যার হল অতিন্দ্রীয়,
আমার প্রথম প্রিয়া অঙ্কশায়ী সেই বন্দনীয়,
লজ্জালুনমিতনেত্রা যার ভীরু সবুজিকা চোখ,
জীবনের অন্ধকারে সেদিক আলোক ;
সে যে মোর রমা,
মনো-মনোরমা ।

কাহারে বেসেছ ভালো

তোমার কাজের স্তূপে আজি তুমি মগ্ন হ'য়ে র'লে,
আমার মুখের প্রতি চাহিলেনা প্রশান্ত নয়নে,
বুকের বেদনা নাচে প্রতিক্ষণ নিঃশব্দ গোপনে,
মধুর মুহূর্ত্তগুলি কেটে গেল অলক্ষিতে গ'লে।
আকাশে উঠেছে চাঁদ ফাল্গুনের কাঁপিছে বাতাস,
নবকিশলয় কাঁপে বনস্পতি দোলে রণরণি'
উদ্দীপিত ভালবাসা তোমার ওঠেনি সেথা ঘনি'
অন্ধ বিশ্বাসের ভরে নিশ্বসিত আমার নিশ্বাস।

তব যৌবনের ভেরী শুনেছিনু দূর হতে প্রিয়া,
বিহঙ্গের গীতি-ছন্দে হয়েছিল প্রচুর প্রকাশ,
সে কথা জাননি তুমি তন্বাকৃতি মনের বিলাস?
প্রেমের মিলন তৃষা ক'রেছিনু নিভৃতে বসিয়া।
আমার কানের কাছে কম্পায়িত ছলনা মধুর
তব অধরেরস্ফীত স্পন্দমান মঞ্জু স্তোকবাণী
আমি চাহিনাকো তাহা, আমি চাই তব কর-পাণি
আর মোর বক্ষ'পরি স্ফীতবুক মিশুক বঁধুর।

সুনিবিড় শূন্যতার মৃত্যু হোক্ বেদনা-মর্ম্মর,
মনের আকাশে আজি নাচিবে কী আনন্দ-পতাকা?

সঙ্কীর্ণ তোমার দৃষ্টি কেন প্রিয়া মৌন-বিষমাখা,
আমার যৌবন-রথ অনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর।
ভালবেসে অর্থহীন ব্যথা দিলে প্রেম-সহচরী,
এখন বুঝিনু আমি তোমার প্রণয় শুধু ফাঁকি,
নিষ্ফল আক্রোশে কাঁদি আর কাঁদে উচ্ছৃঙ্খল আঁখি,
চৈত্রের বাতাস গর্জ্জি' সচকিত আকুলতা ভরি'

মূর্চ্ছিত আমার মন, বেদনার আত্মার জগৎ,
বিহ্বল বিস্মিত আমি নির্ব্বাপিত পিপাসা-প্রদীপ
বুকের গোপন ভাষা শ্বসিতেছে দগ্ধি' কুঞ্জনীপ,
তুমি চাহিবেনা তবু মোরে ডাকি সরীসৃপবৎ।
আমারে ভুলিয়া গেলে প্রিয়তমে মায়াবিনী নারী ?
কুটিল বীভৎসরূপ ছেড়ে দাও অয়ি শরীরিণী,
অকস্মাৎ আজি কেন স্তব্ধ-ম্লান প্রেম-মনস্বিনী
দেখিছনা একটি মাতাল সম হয়েছি ভিখারী।

কালো হরিণের চোখ আমারে ভুলায়ে দেছে সখি,
মেনকার উরু হেরি আমি বিশ্বামিত্র সচঞ্চল,
জীবনের শ্রেষ্ঠতম তপস্যার ম্লান শতদল,
উচ্চকিত ক'রো আরো তবরূপ দেহেরে ঝলকি।
অধবদনেরব্যথা প্রপীড়িত করে মোর তৃষা,
তোমার জঘণ্য কাজ ফেলে দাও জঞ্জালের মতো ;
শিথিল আমার তৃষা বোঝাব তোমারে আর কতো,
অলক্ষ্যে শিহরি' ওঠে মূর্ত্তিমতী গাঢ়কৃষ্ণনিশা।

মোর মুকুলিত প্রেম ব্যর্থহবে মধুর সন্ধ্যায়?
আনন্দ-পসরাখানি এনেছিনু দীর্ঘপথহ'তে,
সকলি ভাসিয়া যাবে তব কুশ্রী মৌনতার স্রোতে?
কাহারে বেসেছ ভালো যার লাগি বাক্‌ব্যর্থতায়।

যদি নাহি দিলে ভালবাসা

কী-হবে তোমার কাছে গিয়ে মোর যদি নাহি দিলে ভালবাসা;
আমার বুকের মাঝে উদ্দাম আগুন জ্বলে, বহ্নিমান আঁখি,
আকাশে শ্রাবণ নাচে এলোকেশী সান্ধ্যমেঘ ঢাকিছে জোনাকী,
নিঃসঙ্গ পৃথিবী 'পরে আমি এক নিশ্বসিত অনন্ত পিপাসা।
জীবনের পরমায়ু খ'য়ে যায় তোমার নিগ্রহ অত্যাচারে,
উদাসী নিশীথ-মন একটানা স্বপ্নে জাগে ঝিঁঝির নূপুরে,
প্রেম-গীর্জ্জা ভাঙ্গিয়া লুটাল ভূমে সঙ্গোপনে কাঁদি হাহাকারে,
রাতের বাদুড়গুলি কর্কশ চিৎকার শব্দে বাজায় ঘুঙুরে।
আমারে চাহেনা কেউ কুৎসিৎ-কুটিল-বাক্যে ভেঙে দেয় বুক,
নিবিড় তন্দ্রালু মন প্রেমের নেশায় চুর মাতালের মতো,
মোর চতুর্দ্দিকে ঘিরি' জমাট্ কুয়াশা কাঁপে, আমি কাঁপি যতো
বেসুরে কাঁদিয়া ওঠে যৌবনের গানগুলি, কাঁদিছে ডাহুক।
আঁধার সাগরে আমি হাবুডুবু খেয়ে শ্বসি মূর্চ্ছার মতন,
শীতালু চোয়ান বায়ু এলায়িত চতুঃপার্শ্বে গলিত এখন।

———

প্রথমা

প্রথমা প্রিয়ার স্পর্শে প্রাণে ওঠে প্রথম হিল্লোল
প্রতি রোম-কূপে আনি' রোমাঞ্চিত মৃদু-মৃদু দোল
আনন্দের তীব্রোচ্ছ্বাসে ; মরি মরি অপূর্ব্ব চাহনি
কী-সে দেয় নন্দনের অশ্রুত বারতা ; রণরণি'
বুকে বাজে কী-হর্ষের ঘন-ঘন সশব্দ আঘাত,
শাণিত দেহের রূপ, অঙ্গভঙ্গি জ্বলন্ত করাত—
মার্জ্জিত রুচির, হেরি হৃদয়ে জমিয়া ওঠে খালি
প্রমত্ত আশার মধু, ক'রেছিনু প্রেমের মিতালী
তার সাথে ; আজিকার কুঞ্জবনে আলো আর ছায়া ;
গাঢ় হয় উল্লাসের নিষ্প্রতিভ স্নেহ-হর্ষ—মায়া ।

নারীর অস্তিত্ব নিয়ে এ-মহীর স্পর্দ্ধিত গঠন,
সহজ সুন্দর কান্তি ; পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের আসন
সে নারীর অশ্রু দিয়ে, স্বর্গচ্যুত পূত নির্ঝরিণী
ধীরে-ধীরে বহি' এলো, মহীয়সী প্রিয়া-সিমন্তিনী ।

ক্রন্দসী

কাননে বিহার করি ফুল লোভে আমি মধুকর,
সৌরভের ভক্ত আমি, অন্ধ প্রেমে বিভোর হৃদয় ;
প্রাণের নিভৃত কোণে শতদল সুগন্ধ বিলয়
কোন্ যাদুকর তারে সৃজি তুষ্ট অপূর্ব্ব সুন্দর ?

উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তার লভিবার মোর মনে আশা,
হস্ত স্পর্শে ম্লান হয়, নিভে যায় স্ফীত ওষ্ঠে হাসি ;
সর্পিল-মাধুর্য্য-শিখা নাহি তার, তবু ভালবাসি
দূরে গেলে কেঁদে ফেলে মনে করে জনম নিরাশা ।

একটী গাহিনু গান আবরিয়া চাহি তার মুখ,
শুয়ে পড়ে মোর কোলে তন্দ্রালসে নিমীলিত আঁখি ;
বিহঙ্গের হ্রস্ব-ধ্বনি হুলু দিলো মোর প্রেমে ডাকি
জেগে ওঠে শিহরিয়া, বলে হেসে এইটুকু সুখ ।
মনের সাগরতীরে তুমি ছিলে ক্ষুব্ধ উর্ম্মি-শ্বসি'
নিঃসৃত সহস্র ধারা আষাঢ়ের ঝঙ্কৃত ক্রন্দসী ।

ভীরু চাঁদ

জীবন-নদীর তীরে নিঃসংকোচে তুমি বসো এসে,
অপূর্ব্ব অপরিমীত আনন্দ উদ্দেশে ;
হে তরুণী, চেয়ে দেখো রূপায়িত আমার আকাশ,
ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন মদির বাতাস ;
কানে যদি লাগে কোন বাহিরের স্ফীত অপমান
প্রচ্ছন্ন কলঙ্ক সান্ধ্যে, তুমি সুমহান।

কোন ভয় করিয়োনা উচ্চকিত আর্ত্ত-ক্লিষ্ট-স্বরে,
তোমার আরাধ্য আমি প্রিয়তমে সবার উপরে ;
যৌবন-শিয়রে জাগি ভেঙে ফেলো অমাবস্যা রাত,
বিষ-তিক্ত দুঃসংবাদ মিথ্যা ভেবো বিস্বাদ প্রপাত।
পৃথিবীর বালুতটে তুমি আমি মর্ত্ত্যের ঈশ্বর,
একটি বেপথুমান আকাশের উদ্দীপ্ত ভাস্কর।
তীক্ষ্ণ তীব্র নিন্দাবাদ মানুষের উলঙ্গ বারতা,
তোমার কটাক্ষ বানে মৃত্যু হোক্ তাদের ক্ষিপ্রতা।

কেন ভীতি তন্দ্রাহত সংজ্ঞাহীন মিথ্যার জগতে ?
এসো প্রিয়া কাছে এসো প্রতিক্ষিয়া পথে,
তব শূন্যতার মাঝে আমি আজ সামীপ্য নিবিড়,
অভ্যগ্র প্রাণের বার্ত্তা মমতা মদির। \

আমার মিনতি-স্পৃহা শুনিবেনা ওগো বিষাদিণী,
নির্ব্বাত সঙ্কুল-গর্ভে নিঃসঙ্গ-সঙ্গিণী ?
তোমার ঊষার স্পর্শ মোরে দাও স্নেহার্দ্র-বন্ধন,
অন্তর সপ্তম-স্বর্গে তুমি আকর্ষণ ;

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে আমি ইন্দ্র প্রধান পুরুষ,
তোমার কলঙ্ক স্ফীতি করিলাম নিঃশেষে গণ্ডূষ ;
ঝিল্লীর উদাত্ত স্বরে তোমাডাকি ঈষৎ কাঁপিয়া,
তোমার শ্রবণ-রন্ধ্রে বাজে যদি কাছে এসো প্রিয়া।

সে তারা নিভিয়া গেছে

ক্ষণিক ভুলের মোহে আজি মোর ঘৃণিত শিহর ;
দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমি জ্বেলেছিনু কলুষ-প্রদীপ,
পুঞ্জীভূত অভিশাপ তার লাগি কলঙ্কের টীপ
আমার গর্ব্বিত ভালে ; নিঃস্রাব নিহার আঁখি পর।
চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন, আকাশের অশ্রু ঝিলমিল,
খোলা বাতায়নে জাগি দৃষ্টি ফেলি অতীত আকাশে—
যেখানে স্ফূরিত তারা চাঁদ আর কলঙ্ক-মিছিল ;
মোদের প্রেমের কথা আবিস্কার বিস্তীর্ণ বাতাসে।
সে তারা নিভিয়া গেছে, সে চাঁদ নিভিয়া গেছে হায়,
আজি অপবাদ শুধু, চোখে তাই বাদল মদির,
জীবনের তট-প্রান্তে মৃত্যু মোর, বিষাক্ত মন্দির ;
নিয়তি কাঁদিয়া যায় মোর এই দূষিত গুহায়।
রক্ত-স্রোত উদ্বেলিত শিরা মাঝে, বেপথু নয়ান,
কে শুনিবে মোর গ্লানি ? কায়াহীন আত্মা স্পন্দমান।

একদিন এসেছিলে

নিঃশব্দ-সঞ্চার-পদে একদিন এসেছিলে জীবনে আমার,
সমুদ্রের চঞ্চলতা তোমার চোখের কোণে মৃদু স্পন্দমান
সানন্দে হেরিয়াছিনু, বিহঙ্গের বৈতালিকী তীব্র গর্জ্জমান
সবুজাভ আকাশের কেন্দ্রস্থলে প্রেম-প্লাবি' নিস্তেজ আত্মার।
যৌবন-উর্ম্মিল তটে তোমার অপূর্ব্ব স্বপ্ন আমার নয়নে
আবেগে কাঁপিয়াছিল, উৎসর্গ করিয়াছিনু প্রেমের তিয়াস,
তোমার যৌবন স্পর্শে রোমাঞ্চিত হ'য়েছিল মোর অভিলাষ;
আমার দেহের মাঝে সূর্য্য-দীপ্তি জেগেছিল অজস্র চুম্বনে।
তব শুভ আগমনে আমার কলঙ্ক মাঝে ফুটেছিল শশী,
বিরহ-বেদনা ম্লান হ'য়েছিল তব প্রেম-উষা প্রস্ফুটিয়া,
সম্পূর্ণ আমার তুমি সেদিন আছিলে ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী প্রিয়া;
তোমার দেহের মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল পূর্ণিমা-ক্রন্দসী।
রজনীগন্ধার মতো ভীরু চোখে ফুটেছিল ইঙ্গিত-অমিয়,
আজি তুমি কাছে নাই, তোমার মধুর স্মৃতি মোর বন্দনীয়।